

প্রণয়-কসম।

২৫

১৫০

বাটা-গীতিকলিনকাত।

প্রণয়-কসমে প্রণয়-কসম

ইংগলিস্ক-কসমে প্রণয়-কসম

ও প্রকাশিত।

প্রণয়-কসমে প্রণয়-কসম

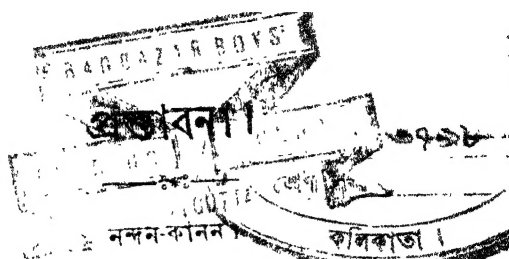
মৃতন-বিজ্ঞান-কসম।

কসম-কসমে প্রণয়-কসম

কসম-কসমে প্রণয়-কসম

(All rights reserved.)

কসম-কসমে



(স্বর্ণসিংহাসনে ইন্দ্র ও শচী উপবিষ্টা
ও অপ্সরাদ্বয়ের গীত)

হাথির—তালকেরতা ।

নার কিবা শোভা আজি নিহারি নয়নে ।
শচীননে শচীপতি বসি সুখ মনে ॥
সুখা সম হাঁসি, করি পরকাশি,
বরসিছে সুধারশি মানস গগনে ।
শারদ চন্দ্রমা, রূপে নিরূপমা,
লাজে কুমুদিনী পতি উদিল গগনে ॥
চঞ্চলা দাগিনী, সম এ রূপিণী,
খঞ্জন গঞ্জিত স্বর্ষি সরোজ আননে ॥
মাতিরে আমরা এ রস রঙ্গে,
নাচিব গান্ধিব প্রেমের ভঙ্গে,
ভাগ্যব সুধিগণে সুখ ভরণে,
পবিত্র প্রণয়-কুসুম রতনে ॥

নাট্যগীতিকাস্থ ব্যক্তিগণ ।

—:—

বিনোদলাল	সিদ্ধুড়াদেশের রাজপুত্র ।
দত্তবক্র	বিনোদিনীহরণকারি দৈত্য
ললিতা	পরিকল্পা, মায়াবিদ্যা শিক্ষিতা
ললিতার সখীত্রয় ।			
বিনোদিনী	উজ্জয়িনী দেশের রাজ- কন্যা ।
আমোদিনী	}	...	রাজকন্যাগণ ও বিনোদি- নীৰ সখীত্রয় ।
নলিনী			
সরোজিনী			

প্রণয়-কুসুম ।



প্রথম অঙ্ক ।

উদ্যান ।

(বৃক্ষমূলে বিনোদলাল উপবিষ্ট)

[গীত]

মালকোব—আড়াঠেকা ।

উদিছে নলিনী নাথ পুরব গগনে ।

বসন্ত অনিল তাহে বহিছে সঘনে ।

নবিনা কুমুদ প্রাণ,

চাদে করেছিল দান,

মুদিল বদন সতী স্মধাকর বিহনে ।

নলিনী হেরিয়ে বধু,

হাসে ভব মুখ বিধু,

ফুটিল নলিনী বধু সহাস্য বদনে ॥

কেমনে পাইব আমি সে নীল-নয়না,
 বাহার তরেতে প্রাণে দিতেছে যাতনা,
 ভ্রমিছে একাকী আমি সমস্ত যামিনী,
 ছলনা কবিল কত আশা-কুহকিনী ।

কি কব রূপের রাশী,

মধুর অধরে হাসি ;

ঘন ঘন চমকিছে বেন সৌদামিনী ।

হৃদয়ে জাগিছে নদা সেই বিনোদিনী ॥

ওঃ ! হৃদয় শান্ত হও, কেন তুমি সেই অতুল রূপসাগরে
 আপ দিলে, ওঃ ! কি যাতনা অসহ !

[গীত]

ইন্দির কল্যাণ—আড়াঠেকা ।

কেনরে অবোধ মন ভাব অকারণ ।

পাইতে ছলিত ধন করিছ যতন ॥

লোভিত্তে সে আশাধন, বৃথা কর আকিঞ্চন,

পাবেনা পাবেনা মন অতি সে কঠিন ।

ডালে বসে চক্রবাকী, কাঁদিছে বসে একাকী,

আমি ও কাঁদিছি হায় প্রিয়ার কারণ ।

ধৈর্য ব্যবসা কর, সব আশা পরিহর,

বাহন হইলে চাঁদে আশা কর মন ॥

ওঃ ! আর তার বিরহ সহ্য হয় না, প্রিয়সীর মিলনাশের
সমস্ত নিশা অস্ত্রবাহন করলেম, কিন্তু কোন স্থানে
তার অনুসন্ধান পেলেম না, না জানি আরো কি
ভাগ্যে আছে । ওঃ ! আমার সেই চিত্তহরণকারিণী
সরোজ-নিভানন-শ্রেয়সী রতন কি লাভ করতে পার্বে,
ওঃ ! কি কুলগণে আমি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলাম ।
একি ! স্বীলোকের সঙ্গিত যে শুন্তে পাচ্ছি !—এই
যে এদিকেই আসছে, আমি এই বকুল গাছের আ-
ড়ালে দাঁড়াই । (গাছের অন্তরালে অবস্থিতি)

(মধ্যদ্রুতবেষ্টিত হইয়া পরিকন্যা)

ললিতার প্রবেশ)

(নৃত্য ও গীত)

পাহাড়ি—কারফা ।

হের সজ্জনী ওলো নয়ন ভরিয়ে ।

কুসুম সনে কুসুম বঁধু বধুপিয়ে ॥

কুসুম বুঝতী হাসে,

মোদি দল দিশ বাসে,

হেরে বুড়াল ওলো প্রাণ ছিয়ে ॥

ললি । মোহন হৃচকি বেশে সেজেছে কানন ।

দেখলো সজ্জনী যবে মেলিয়ে নয়ন ॥

- ১ম-স। ফুটেছে কমল দল বিমলিন সরে।
বিমোহিত হ'ল প্রাণ নয়নেতে হেরে ॥
- ২য়-স। ডাকিতেছে পিক বধু জানাইছে সবে।
বসন্ত সুখের কাল আলিতেছে ভবে ॥
- ৩য়-স। তাইতলো সজনীলো জীবন জুড়াল।
বিমোহিত হলো সেই মানস চঞ্চল ॥
- ৪য়-স। কামিনী-কোমল মন বিস্তারি কেমন।
প্রমোদ মধুপপণে হরিতেছে মন ॥

(সখীদ্বয়ে গীত)

সিদ্ধুখাবলি—কাঙরাণী।

আহা মরি মরি শোভা হের নয়নে।
নাচিছে কমল দল সরে সধনে ॥
ফুটিয়ে কামিনী ফুল, করিতেছে প্রাণাকুল,
তাহে সবে মধু কুল খেলিছে সুখ মনে।
গাঁথিয়ে কুসুম হার, দিব সখী উপহার,
পর্যব প্রোমদ ভরে অতি সযতনে।

সখি, আজ আমার এ উদ্যান বিবসর বলে বোধ হচ্ছে,
এমন সুন্দর মহাপ্রভাব আমার দেখে বেন শত শত
উজ্জ্বল লৌহ শরাকা বিকসিত হবে।

১ম-স। ইবেলা কেন সখি! এমন বসন্তকালে পূর্ণ যৌবনা
কে কোথায় একলা থাকতে পারে?

আইল বসন্ত যদি নাটিল প্রণয় ।

যুবক যুবতী প্রেমে মাতিল হৃদয় ॥

২য়-স । ওলো সেকথা আর মিছে নয়লো ! বসন্তের সঙ্গে গাছ
পালার যেমন নূতন পাতা বেরোতে থাকে, আর তার
কোলের লতার ও নূতন পাতা বেবোর, তেমনি বসন্ত
সমাগমে নবর্যোবনীগণের নূতন প্রেমও গজাতে থাকে,
তাই আমাদের সখীর মন এত উচাটন হয়েছে ।

১ম-স । কায়েই শূন্য প্রাণে ঘরে থাকা সখীর নতন রূগসীব
কি মন টেকে ।

৩য়-স । আমাদের হতেতো ভাই হলো না, তুই কেন একটা
খুজে পেতে দেখনা ।

১ম-স । শুগ্ধে বাব কেননা ! এমন পদ্যটী একবার লোক স-
মাজে দেখাতে পাল্লো হাজার হাজার ভোমরা সপীষ
পায়ে লটাপটী থাকে । আচ্ছা, সখি ! তুমি মন খুলে দন
দেখি ভাই, বিবাহ করতে ইচ্ছা হয় কি না ।

[গীত]

পাহাড়ীজংলা—মধ্যমান ।

চাহেলো সজনি সদা লোভিতে রমণ ।

কি দায় ঘটিল সখী কি করি এখন ॥

মন নাহি মানা ধরে, পুরুষে এ মনোহরে,

আবার ফুল শর হানিলো মদন ।

অবলা সরলা বালী, সহেনা মদন জ্বালী,

কি করে নবীন বালী বলনা এখন ॥

২য় স। তা সখি একথা তুমি আমাদের পূর্বে বলনি কেন,
তাহলে আমরা এতদিনে ভগিনীপতির মুখ দেখতেম ।

৩য়-স। ও সখি ! তোমার মনেও এতও ছিল, জীলোকের বুক
কাটে তো মুখ ফোটে না ।

১ম স। ওলো মুখ কি অমনি ফুটবে, রসিক নাগর না পেল
কি যুবতী রমণীর মুখ ফোটে ।

২য়-স। আর না হবেই বা কেমন করে, এমন স্বর্ণ প্রতিমা
বয়স্কা হয়েছেন, কাষে কাষেই মনের অথটুকু হৃদয়ে
প্রবেশ করেছে ।

(ললিতাকে বেঠেন করিয়া সখীত্রয়ের নৃত্য ও
গীত)

পিলু—খেমটা ।

বোড়শী রূপসী তুমি ওলো সজনি,
যৌবন সুখের ধন বহে যায় অমনি ।

মনোমাহিনী, সরোজ বরণী,

ক-ন-ক ন-পু-র বাজে চরণে;—

শোভে মেখলা ওলো যষণে মোহিনী ।

২য় স। আচ্ছা সখি, তুমি ত মায়া মন্ত্রের দ্বারা সকল অধগত
হতে পার, কই ভাই ! তোমার মনের মতন একটা
নাগর ঘোপাড় করে নিজে পালে না ?

বিনোদ । (স্বগত) উঃ ! একি !! আমি নন্দনকানন ভ্রমে
বিষ বনে প্রবেশ করেছি, ওঃ ! এ পাগিনী যদি আমার
দেখতে পায়, তাহলে আমার সে চাক-হাসিনীকে দেখ
বার শেব হ'ল । ওঃ ! জগদীশ্বর ! ভালবাসার পথে এত
বিবাক্ত কণিনীর বাস, তা আমি স্বপ্নেও জানতেন না ।
ললি । দেখ দেখ সখি ! ঐ বকুল গাছেব তল্লব কে দাঁড়িয়ে
বয়েছে ! (স্বগত) আহা ! কি মনোহর রূপ, ইচ্ছা হব
এঁবিই চির দাসী হই ।

(সকলের অবলোকন)

১ম-স । তাইত সখি ! এবে পুরুষ মাহুদ ! কেমন কবে এ উ-
দ্যানে প্রবেশ কল্ল, দেখ সখি তোমবা এখানে দাঁড়াও
আমি ওঁকে ডেকে আনি ।

(বিনোদের নিকটে গিয়া)

মহাশয় ! আপনি জানেন এ উদ্যান আনাদের সখী
মায়া দ্বারা সৃজন করে এখানে জীড়া করেন ।

বিনো । আমি জানি না যে এস্থান পিশাচিদেব জন্ত সৃজন
হয়েছে, আমি জানতেন পিশাচির শাশানেই বাস করে ?

১ম-স । আপনি সাবধান হয়ে কথা বলবেন ।

ললি । মহাশয় ! আপনি কোন্ স্থান হতে আগমন করেছেন
আর কোথাই বা গমন কৰ্ব্বেন ?

বিনো । আমার প্রিয়তমার উদ্দেশে গমন করি ।

ললি । আমি সমস্তই জানতে পেরেছি, আপনি উজ্জয়িনী অবি-
পতিব কন্যা বিনোদিনীর রূপে মোহিত হয়ে সেই স্থানে

গমন কছেন? কিন্তু নাথ! আমি তোমার কখন ছেড়ে দেবনা, তুমি আমার হৃদয় রাজ্যে একাধিপত্য কর ।

বিনো । না, তা আমি কখনই পারব না, এখন আমি সেই চিত্তহারিণীর অধেষণে বাব ।

নলি । নাথ! আর আমি তোমায় ছাড়ব না এস নাথ আমবা বেদীর উপরে বসি । [হস্ত ধারণ পূর্বক উভয়ের উগবেশন]

বিনো । (স্বগত) দেখিনা কি হয় ?

[গীত]

মুলতান—আড়াঠেকা ।

রমণীর প্রিয় ধন পুরুষ রতন ।

নাথ বিনা প্রেমার্জন হয় কি কখন ॥

বসন্ত শামন্ত গণ, করে সদা জ্বালাতন,

কিসে রূপি কুলমান বল না হে প্রাণ ।

হেরে রূপ অনুপম, মজিল নয়ন মম,

মনে রেখ ওহে নাথ দাসীর প্রাণধন ॥

নাথ! আমি তোমার সে ভীষণস্থানে কখন যেতে দেবনা ।

বিনো । কেন ?

নলি । নাথ, সে উজ্জ্বলিনী নগর এখান হতে বহুদূর! আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, সেই রাজকন্যা বিনোদিনীকে হরণ করবার ক্ষমতা একটা দৈত্য কিবচে, যদি তাকে একরূপ পার তাহলে দৈত্য তার অভিষ্ট স্থানে হরণ কবে নরে মাঝে ।

বিনো। কি! সামান্য দৈত্য হবে আমার প্রেমসীকে হরণ
করবে, আমি কি সামান্য দৈত্য ভয়ে সে স্থানে যেতে
ভীত হচ্ছি, এই শাপিত অসির দ্বারা সেই শাপকে বশ
থও করব।

খলি। (সহাস্যে) প্রাণ নাথ! সেক্ত সামান্য দৈত্য নয়, সে
কি নাথ তোমার এই সামান্য অসিকে ভয় করবে?
আচ্ছা নাথ! আপনি যদি একান্তই দাসীর কথা না
শুনেন তা আজ আমার গৃহে ক্রীড়া করবেন চলুন।
নাথ! আমি তোমার এক খানি কবচ দেব আপনাকে
তাঁহলে কোন বিপদ ঘটবে না।

বিনো। বিধুবুধি! তোমার আমি ক্ষম্যে ও ভুলতে পারব না।
১২ স। বলি ও মদনমোহন! তুমি কি কুহকীই জান ভাই?
১৩-স। দেখতে পাচ্চিসনি একেভাবে সখির গায়ে ঢেকে
পড়ছেন?

৩৪-স। এত দিনে সখির মন উঠলো।

(সখীত্রয়ের নৃত্য ও গীত)

বেহাগধারাজ—ঠুংরি।

ভাসিল হুখে আজি সখীর প্রাণ মন।

হেরে মোহন রূপ মোহিল মন ॥

হৃদয়-সরসে আজি,

ফুল সরোজ-রাজি,

মুকুলিত হ'ল আজি, লোভিয়ে রমণ ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—:~:—

[কুসুম উদ্যান]

‘ কুসুমবেষ্টিত কুঞ্জমধ্যস্থিত অর্দ্ধশয়না
বিনোদিনী)

[গীত]

ঝিকিট খাড়া—জলদতেতালা ।

নে জন বিহনে আর প্রাণ যে রহে না ।

সহিবে আর কত অবলা ললনা ॥

সরলা অবলা জাতি, কোমল পরাণ অতি,

কেমনে ধৈর্য ধরে থাকিব বলনা ।

গাইতেছে পিকবধু, বরিষে সঙ্গীত মধু,

বিনা মম প্রাণবধু প্রাণ যে বাঁচে না ॥

কি মোহন রূপ ! কি সুধামাখা বাক্যবিস্তাস, কি সুকোমল
অঙ্গ, যেন নবনীতে বিধাতা প্রাণনাথকে গড়েছেন,
স্বপ্ন ! কেন তুমি মিথ্যা হলে ? নিদ্রামান্নাধিনী !
পিশাচী ! কেন তুই আমার আচ্ছন্ন কবে রইলি ?
পাপিনি ! তুই যদি না আমার অধিকার করতিস্,
‘হলে প্রাণনাথকে কি ছেড়ে দিতাম । ওঃ ! তবে

কি সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য আমায় ছলনা কব্বার জন্মে
এরূপ করেছিল ? ওঃ ! নিরাশাসাগরে মন ডুবুল ?

(গীত গাইতে২ সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

সাহানা—কাওয়ালী ।

মোহন শোভা হের নয়নে ।

সজনী সবে আমোদ মনে ॥

গাঁথিয়ে কুসুম মালা,

মিলে সব রাজবালা,

দেব সখীরতনে ॥

সবোজ । ওলো আজ বাঁজকুমারী কোথার ?

আমো । নাগর চিন্তাই তাকে মত্ত করে রেখেছে ।

নলিন । তাইত ভাই তাকে একবার সুস্থ মনে দেখিনি ।

আমো । নাগর পেলে এবার তাব দেখা পাওয়া ভাব হবে ।

নলিন । দেখ ভাই আমোদিনি ! আজ কুসুম কান্নন যেন
হাসছে !

আমো । আব সবোজের মনে যেন বিধছে ।

সরোজ । আমার আবার মনে কি বিধবে না ?

আমো । ফুলশব !

সবোজ । সরোজের মদন হাতধরা, ওঁর ভয় কি ভাই ?

আমো । দেখ ভাই সরোজ ! আজ একটু নলিনকে ধাব
দিও ?

সরোজ । চল সখী স্বরা যাই ?

নলিন। যেখানে সখীয়ে পাই।

আমো। প্রাণের পুতলি বিনোদ বিরাজে যথায়।

(সখীত্বর)

খাখাজ—নক্টা।

হেরিগে চল সব চাঁদবদনী।

যথায় বিরাজিছে বিনোদিনী ॥

নলিন নরনা,

নবীন ললনা,

হেরিয়ে মাতিব ওলো সজনী ॥

(সখীত্বর বিনোদিনীর নিকটে গিয়া)

সখীত্বর। বলি ও সখীত্বর! এমন ভাবে বসে কেন ?

আমো। সুবতী জীবন বিহনে! বলা,—

পতি সোহাগী, সখের ভাণী,

দেখ না লো সই।

নাগর ভরে, প্রেমসাগরে,

কাঁপ দিগেছেন ওই ॥

নলিন। কেন সখি! তুমি এমন করে ভাবো বল, আ-

নাব বোধ হয় সেই ছুট দৈত্য মাঝা ছল করে ভোনার
পাগলের মত করেছে।

বিনোদ। সখি! আমি যেন কিবা চক্ষে দেখ্লেম, আমার

পার্শ্বে সেই ভুবনমোহন রাজকুমার শরন করে রইছেন,

আর আমি যেন তাঁর নিকটে কত কথা কইচি, সখি

এত আশ্রয় বলি বিদ্যমান হয় না।

আমো । তবেত সখি ! খুব সুখভোগ করে নিয়েছ ?

[গীত]

সিন্ধুধারাজ—আড়াঠেকা ।

আর কেন সজ্জনী মোরে দিতেছ যাতনা ।

তঁাহার বিহনে আর জীবন বাঁচে না ॥

না হেরে সে প্রাণধনে, মন না প্রবোধ মানে,

প্রাণনাথ বিনে প্রাণ প্রাণ যে রহে না ।

আমি অতি অভাগিনী, নাথ লাগি পাগলিনী,

হারিয়ে তাহারে সখি পাইতেছি বেদনা ॥

সুবোজ । না সখি ! তুমি এমন করে কেন বুঝা ভাব বল ?

অবশ্যই এটি তোমার স্বপ্ন ।

বিনো । সখি ! মা বলেছিলেন যে, যখন তোমার চৌদ্দ

বৎসর বয়স হবে, তখন সিদ্ধুড়া দেশের রাজপুত্রের

সঙ্গে তোমার নিলন হবে, আব সেই পতি হতেই

তোমার পরমশত্রু দস্তবক্র বিনাশ হবে, তা সখি !

আমি তাঁকে কোথায় পাব । (রোদন)

(সখীক্রয়)

[গীত]

ধাধাজ—খ্যামটা ।

ও সখি আর তুমি করোনা রোদন ।

হৃদয়ে পাইবে তুমি সে প্রাণ রতন ॥

যে মনোমহন,

চাহে তব মন,

বিধির বিধানে সখি হইবে মিলন ॥

বিনো । সখি সে যে পাবার আশা নাই ।

আমো । অবশ্য তোমার আশা পূর্ণ হবে, সখি ! এত উতলা
হ'লে শরীর ক্রমশ মলিন হয়ে যাবে, এখন মন স্থির কর !

[গীত]

গিলুবারোয়া—ঠুংরি ।

সখি নিবার অকারণ ।

প্রোবোধে না প্রবোধমানে এ অবোধ মন ॥

হেন হয় মনে,

নিশি আগমনে,

দেখি স্বপনে সেই প্রাণ ধন, ॥

(সখীত্রয়)

[গীত]

পিলু—খ্যামটা ।

আকুল প্রণয়িনী নিজ বঁধুর তরে ।

নয়নেতে শোক ধারা নিয়ত ঝরে ॥

কুল্ল সরোজিনী,

বিষাদে মলিনী,

বিনোদিনীর বিনোদ প্রাণ অধীর করে ॥

আমো । ও সখি ! কেন তুমি এত ভাবিত হচ্ছ, অবশ্য অভাগ
গিয়ে শুভাব হবে, তখন আবার এই পদ্য চক্ষে প্রেমের
জল পড়বে, তখন সখি তোমার দেখা পাওয়া তার
হবে ।

বিনো । সখি ! এ যে আকাশ কুসুমের ন্যায় ।

সরোজ । না সখি, যখন তোমার মা বলেচেন তখন সে কথা
কখন মিথ্যা হবার নয়, আর তোমায় সেই মধুর কাল
উপস্থিত ।

আমো । ওলো ! ওঁর কি তাতে মন প্রবোধ মানে, এখন
অঙ্গে অঙ্গে না মিশলে আর কি মন উঠবে ?

মলিন । নপি এখন গৃহে চল, আমরা যেখানে তোমার
মনোচোরকে পাব, সেইখান থেকে নাকে দড়ি বেধে
এনে তোমার করে দেব ।

(বিনোদিনীকে বেক্টন করিয়া সখীত্রয়ের
গীত)

খাঘাজ—পট্‌তাল ।

চল লো সখি নিজ ভবন,

মিলিবে তোমার প্রাণ ধন ।

মদন রাজারে,

কোমল করে,

আবার প্রেম ডালি কর অর্পণ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:~:—

বিলাস গৃহ ।

(পুষ্প বেষ্টিত শয্যার বিনোদ ও বিনোদিনী
উপবিষ্ট)

[গীত]

দুলতান—মধ্যমান ।

পতি বিনা রমণীর কি ধন আছে আর ।

এসংগার মাঝে বিনোদ বিনোদিনী আধার ।

আমার জীবন,

এ নব যৌবন,

প্রাণ নন নাথ সকলি তোমার ॥

দয়বেশ্বর ! তোমার জন্তে এ অভাগিনী যত দুঃখ পেয়েচে,
এখন সে সব দুঃখ আমার সুখের বলে বোধ হচ্ছে,
এখন এ দাসীর মিনতি যে আর এ অভাগিনীকে
নাথ ! ভুলবেন না ।

বিনো ! প্রিয়ে ! মেঘ কি তার প্রিয়তম্য সৌদামিনী সঙ্গ
কণমাত্র ত্যাগ করে থাকে ? প্রিয়তমে ! তোমার সখী
গুলি যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি রসিকা, প্রিয়ে ওরা কি
তোমার চির সখী ?

বিনোদিনী । প্রাণ নাথ ! ওরা সকলেই রাঘবকন্যা, সেই
 ছুঁই দস্তবক্র ওদের পিতামাতাকে মেরে কেলে শেষ
 আমার হরণ করবার জন্যে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে,
 কিন্তু এতদিন আমার পিতার জন্যে হরণ করতে পা-
 রেনি, এখন যদি টের পায়, তাহলে নাথ আমার দশা
 কি হবে ।

বিনোদ । হা ! হা !! হা !!! প্রিয়ে তুমি সেই নামাঙ্ক দৈত্য
 ভয়ে ভীতা হচ্ছ, আমি নিকটে থাকতে কার সাধ্য
 তোমার ছায়া স্পর্শ করে । ঐ দেখ তোমার সখীরা
 আসছে ।

(গীত ও নৃত্য করিতে করিতে
 সখীব্রয়ের প্রবেশ)

ভৈরবী—ভরতঙ্গা ।

নেচে গেয়ে সবে চল সখীর সদনে লো ।

মোহন মোহিত সাজে সাজাব রতনে লো ।

মোহোনি মোহিনী,

কনক বরণী,

মোহিত হবে মন হেরে সে রতনে লো ॥

সরোজ । দেখলো আলি, বদন তুলি,

হাসতে বিনোদবালা ।

আনো । নবীন করে, প্রেমের ভবে,

দাঁড়লো প্রেমের মালা ।

সরোজ । কি ঠাকুর জানাই কেমন চলচে বল ?

নলিন । কিগো রসিক নাগর কেমন আছ হে ?

আমো । কিহে ঠাকুরজামাই ! বলি নিশিটা কি দ্বিখ্যাট কান
টুবে ভাই !

বিনোদ । না ভাই তোমরা থাকতে কি,—

আমো । আমরা এলুম বলে কি সুখের ব্যাঘাত হল ?

সরোজ । বলনা কেন ভাই আমরা এখনি যাচ্ছি ।

নলিন । আরলো আয় আমরা যাই ।

বিনোদ । না ভাই, আমিতো তোমাদের যেতে বলছি না,

তোমরা এলে পরম সুখে তোমাদের সঙ্গীত সুধা

বস পান করে সুখে নিশি অবসান করব ।

আমো । ওমা তাইত, তবে নাকি ঠাকুর জামাই বোবা, কিছু
রসিকতা জানেন না ।

বিনোদিনী । তুই বলতে পারিস, আর উনি বলতে পারেননা ।

সরোজ । ওমা ! এর মধ্যেই এত ! আবার চখে হল
পড়ে যে ?

যৌবন তরী, প্রেমকাণ্ডারী;

বাইচে প্রেমের হাল ।

নাগর গলা, ধরে অবলা,

চাল্চে নয়ন জল ॥

আমোদিনী । প্রেমের জল, নাব্চে চল,

পেয়ে নাগর কোলে ।

বঁধুর সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে,

পতিগোহাঞি দোলে ॥

(উভয়কে বেক্টন করিয়া সখীত্ৰয়ের
নৃত্য গীত)

সাহানা—নক্টা ।

সুধামুখী সুধামুখে সুধা হাসি হাসিল ।
নাগর পেয়ে ধনী আমোদেতে মাতিল ॥

সরোজ । পেয়ে পতি রতনে,
সজনী আমোদ মনে,
নলিন । নাগর পাশে নাগরী শোভিল,—
সকলে । নবীন। নলিনী আজি নবরসে মাতিল ॥

আনোদিনী । মনের মতন, রসিক রতন,
এয়েচে তোমার করে ।
নাগর চাঁদে, পিরিতি ফাঁদে,
রেখলো এবার ধরে ॥

সরোজ । দেখ সখি ! আর যেন ঠাকুর জামাইকে ছেড়ে
দিওনা ?
নলিন । ছেড়ে দেবেন বইকি না ! তা নইলে বোকা হবে
যাবেন ?
আনো । ও ঠাকুর জামাই ! চুপ করে বসে রইলে কেন,
একটা কথা কওনা ভাই ?

নলিন । সখি ! বুদ্ধি আপনার ধনকে বাত্রণ করে দিয়েছেন ?
বিনোদিনী । নাথ । আমি কি তোমার বাত্রণ করে দিয়েছি ।

বিনোদ। তুমি কেন ভাই বারণ করবে, তোমার মধুনাথ।

কথাই জান্নায় বারণ করে রেখেচে।

আনো। একি! তোমায় বুদ্ধি মা ষষ্ঠী থেকে থেকে দায়ালা

কছেন, আচ্ছা ঠাকুরজামাই! তুমি ভাই কি বোঝা,

মধু খাবার কি আর তুমি সময় পেলে না?

বিনোদিনী। তুমি ভাই! আমোদের সঙ্গে পারবে না।

সরোজ। ঠাকুরজামাই! একটী গান গাও না ভাই!

নলিন। কিন্তু ভাই! সখির বিষয়।

আমো। একটু চুপ কর, গলাটা শানিয়ে নিন?

[গীত]

তৈরবী—কাণ্ডালী।

ভানিছু সুখে আজি ওলো মনমোহিনী।

লভিয়ে হৃদয়ে আজি এ সুহাসিনী॥

মনের মাঝারে,

এ নব রতন,

বিরাজিছ সদা হৃদে ওলো বিনোদিনী ॥

সকলে। বেশ! বেশ! বেশ!!!

নলিন। ওলো দেখলো দেখ! একবার সখীর মুখ পানে

চোরে দেখ?

সরোজ। ওলো ভাইতলো! একেবারে অঙ্গে অঙ্গে বিষয়ে

গেছে?

আমো। বলো,—

কুমুদ ধনী, চাঁদবদনী,
চাহে বঁধুপানে।
উঠলে বিধু, গড়ায় মধু,
এ চাঁদ বদনে ॥
পিঠিয়ে সুধা, মিটলো ক্ষুধা,
ভাসিলো সুখ সরে।
বিনোদিনীর, বিনোদ বেণীর,
বিনোদ শোভা ধরে ॥

এখন ভাই সুখেতে আমোদ আহ্লাদ কর আমরা
বাই ভাই ?

আমো। ও কথা কি আর তোকে বলতে হবে না ?

সরোজ। কেমন ঠাকুর জামাই ! আমরা এখন বাই ভাই ?

বিনোদ। না ভাই ! তাও কি হয় ! তোমরা না থাকলে আ-
মোদ করে কে ?

আমো। তবু ভাল ভাই ! আমাদের তুমি দেখতে পার !

বিনোদ। দেখ ভাই ! আমি তোমাদের সখীকে আমাদের
দেশে নিয়ে যাব।

আমো। ঠাকুরজামাই ! আমাদের ত ভাই এ পুরী হতে
এক পাও যাবার যোগ্য নাই ! আজ যে এখানে এসেছি
সে কেবল তোমার ভরসা !

বিনোদ। সখি ! তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমি যত-
ক্ষণ এখানে আছি কার সাধ্য যে, তোমাদের সখীর

অঙ্গ স্পর্শ করে ; তার এ সখীর সঙ্গে আর আসবার কোন সম্ভাবনা নাই ।

আমো । দেখ ঠাকুর জামাই ! এখন আমাদের সখীর রক্ষণ কর্তা তুমি বই আর কেহ নাই ? তুমি ভাই এখন সখীর বিধব্রত করণী !

সরোজ । সখীর যে আজ গালে হাসি ধরে না ?

বিনোদ । শ্রীরে, রাত্রি দুই প্রহর গত হয়ে গেছে, আমি একবার চামুণ্ডা দেবীর পূজা করে আসি ? সখি ! তোমরা প্রিয়ার নিকটে থেকে আমোদ আহ্লাদ কর, আমি এলেম বলে ।

(বিনোদিনী বিনোদের হস্ত ধরিয়া গীত)

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

আঁখির আড়াল হলে বাঁচেনাক প্রাণামার ।

যখন নিকটে থাকি,

কত স্থখে ভাসে আঁখি,

যখন হয় ছাড়াছাড়ি বরিষে নয়নামার !

[বিনোদের প্রস্থান ।

নলিন । ঠাকুরজামাই ! সবিকে শ্রীরে বলে ডাকলে সখীর গালে আর হাসি ধরে না ?

আমো । তুই কেন ভাই একদিন ঠাকুরজামাইকে ধর না ?

নলিন । তাহলে সখী কি আমার আস্থ রাখাবেন ? আজ সখির কি আনন্দের দিন ?

(সখিত্রয়ের গীত ও বিনোদিনীর শয্যায়
শয়ন ও নিদ্রা)

আড়না বাহার—কাওরালী ।

নবীন। নলিনী আজি সুখ সরে ভাসিল ।

হৃদয় গগণে বঁধু মধু হাসি হাসিল ॥

সখির ও মুখ শশি,

যিনি গগণের শশি,

মধুর অধরে হাসি হেরে মন মোহিল ॥

(অলক্ষিতে দন্তবক্রের প্রবেশ ও নিদ্রিত
বিনোদিনীকে জোড়ে লইয়া উঠে প্রস্থান)



চতুর্থ অঙ্ক ।

—:~:—

পৰ্ব্বতময় প্রদেশ ।

(বৃক্ষতলে দুইটী অপ্সরা দণ্ডায়মান ও এক
পাশ্বে বিনোদলাল উপবিষ্ট)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা ।

নিরাশা সাগরে মম ডুবিল রে মন ।

অধার হৃদয় আজি সে জন বিহন ॥

চাতকিনী সম হয়ে, ছিনু তার পথ চেয়ে,

নিদয় পবন বায়ে করিল নিধন ।

পরি। কেনহে বল রাজন, ভাব তুমি অকারণ,

ক'র না মিছে রোদন কর সম্বরণ ॥

বিনোদ । মন নাহি মানা ধরে, সদা প্রাণ চাহে তারে,

কেমনে ধৈর্য ধরে এ পাগল মন ।

পরি। প্রণয়ের এই রীতি, ক্ষণ সুখ দুঃখ অতি,

তুমি হে সুবোধ মতি ভাব অকারণ ।

বিনোদ । কোথা মম প্রাণধন, মম জীবন জীবন,

পরি। এস তবে হে রাজন এসহে এখন ॥

(পরিগণের উল্লে গমন ও নিম্নে বিনোদনালনের
প্রস্থান)

(পট পরিবর্তন, স্বর্ণ গন্ধ জ মধ্যস্থিত বিবস
বদনা বিনোদিনী উপবিষ্টা)

ভৈরবী—আড়াঠকা ।

কোথায় রয়েচ নাথ অভাগা জীবন ধন ।

এ শ্মশানে বুঝি প্রাণ যায় দাসীব জীবন ॥

কোথা ওহে প্রাণকান্ত, এবে হয় প্রাণ অন্ত,

নিদ্র দৈত্য রুতান্ত বধে বুঝি মম প্রাণ ॥

কেনবে নিদ্র বিধি, দিয়ে হবে নিলি নিধি,

কাদাতে কি নিবধি অভাগীর এ জীবন ॥

১০। আব যে যখন সহ্য চব না । হা হৃদযবল্লভ । তা

তুখিনীৰ হৃদযসকল ধন । তুমি কোথায় ? এক

বাব তোমার আদবেব বিনোদিনীৰ দশা দেখে যাও ।

১০ জগদীশ্বর । এ অশাগিনীৰ বাতনাব কি শো

হবনি । প্রাণেশ্বর । যার অদর্শনে তুমি চাবিদিক অন্ধ

কাব দেখতে, যাব অদর্শনে তোমাব স্তম্ভশয়্য কণ্টক

মব বলে বোণ হত, যাব সঙ্গ তুমি ভ্রমেও ছাড়তে না।

এখন তোমাব সেই আদবেব বিনোদিনী রুতান্ত

দম্ববক্রের নিকট বন্দী । নাথ । বোধ হয় আমার জীব

নেব এই শেষ,এ তুখিনী আব তোমাব মুখ চন্দ্র দেখতে

পেলে না ! হুঃখিনী—জনম হুঃখিনী বিনোদিনীর ে
 হুঃখ পৃথিবীতে সৃজন হয়নি ে ! (নিরবে রোদন)

(রুদ্ধবেশে দস্তবন্ধের প্রবেশ)

রক্তদস্ত । বিনোদিনী ! বিনোদিনী !! এখন সম্মত আছ ?

বিনোদিনী । আ—আ—দৈত্য—অ—

রক্তদস্ত । হাঁ আমি ! এখন সম্মত আছ কি না ?

বিনোদিনী । না—কখন না !

রক্তদস্ত । কি ! আর তোর রক্ষা নাই !! পাপিনী নিজের

মৃত্যুর পথ নিজেই পরিষ্কার করিস ?

বিনোদিনী । (সরোদনে) দৈত্যরাজ ! আমার ক্ষমা কর !

রক্তদস্ত । ক্ষমা ! কখনই না ! আগে তোর সম্মুখে চির আশিত

বিনোদের জীবন বিনাশ করব, পরে তোমার ও তার

পথে গমন করাব, এত দিন যে আমার আশা পূরণ

করিসনি তারি প্রতিফল আজ ভোগ করতে হবে ?

(ক্রন্দনের সহিত গীত)

আলেক্সা—কাওয়ালী ।

ক্ষম ওহে দৈত্যবর অবলা সতীকখন ।

শেল সম বিধিতেছে তোমার বচন ॥

শোক তাপে নিরন্তর,

পূরিছে মম অন্তর,

তাজ তব এ কুআশা ওহে দৈত্যবর;—

এ মিনতি তব কাছে ধরিগো চরণ ॥

দৈত্যবর ! ক্ষমা করি তুমি আমার সেইখানে রেখে এস ?

রক্তদস্ত। না তু হবেনা, যতদিন তোরা পিতা জীবিত ছিল,
ততদিন বড় দস্তের সহিত বেড়িয়ে ছিলি! এখন
তোরা কিছু অল্পনয় আমি শুনতে চাই না।

(বিনোদিনীকে ধরিতে অগ্রসর)

বিনোদিনী। (সরোদনে রক্তদস্তের পদ ধরিয়া) পিতা !
পিতা !! তোমার স্নেহলতা কতবার প্রতি একরূপ
ব্যবহার।

রক্তদস্ত। কি পাপিয়সি ! তুই ঐরূপ জবন্য কথা বলে আমার
পরিহাস করিস ! ছুচারিণি ! আর তোরা রক্ষা নাই
এখন সেই রূপ মৃত অবস্থায় থাক।

(সবলে বিনোদিনীকে ধারণ করিয়া লোহিত পুষ্প
গুচ্ছ নাসিকাগ্রে ধারণ ও বিনোদিনীর মৃত
দেহ ভূমে পতন, পরে এক খানি ধ্বংস বস্ত্র
দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দৈত্যের প্রস্থান)

(বিষমবদনে বিনোদলালের প্রবেশ)

বিনোদ। (স্বগত) ওঃ ! কত দেশ, কত নগর, কত বন,
কত পূর্বত অতিক্রম করে এলেম তার আর সংখ্যা
নাই। কিন্তু কোন স্থানেও প্রিয়ার অহুসন্ধান পেলেম
না। (চারিদিক দেখিয়া) একি ! সুবর্ণ গম্বুজ !!
কি মনোহর ! কি স্নিগ্ধ ! পরিকন্য়ারা আমার সঙ্কেতে
বলে দিলেন, এই পথে তোমার সেই ঘন আছে, তা
কৈ ! প্রিয়ারত দেখা পেলেম না। একি ! ধ্বংস বস্ত্র

আচ্ছাদিত কি ! (নিকট গিয়া শ্বেতবসন উন্মোচন
ওঃ ! বিপাত ! এর চেয়ে কেন আমার মস্তকে জল
বজ্রাঘাত পড়ল না ।

(গীত)

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা ।

কোথা গেলে শশিমুখি একাকী ফেলে বিজনে ।

সতত কাঁদিছে প্রাণ তোমা ধন বিহনে ॥

তোমার ও রূপ রাশি, জিনি শরতের শশি,

ওরূপ স্বরূপ রাশি ভুলে যাব কেমনে ।

আমারে পাগল করে, পালালে কেমন করে,

এস প্রিয়ে বুকে ধরি প্রেমময় রতনে ॥

জগদীশ্বর ! আমি এত কি মহাপাপ কবেছিলেম যে এধনে

বঞ্চিত হলেম । পিতা, মাতা, আত্মপরিজন সকল

ত্যাগ করে প্রেয়সীর অনুসন্ধানে এলেম ! ওঃ ! কত

বিপদ অতিক্রম করে শেষে এ বতন লাভ করলেম কিন্তু

নির্দয় বিধাতা আগার তা ভোগ কর্তে দিলে না,

('খেদ করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে লোহিত

পুষ্প গুচ্ছ বিনোদিনীর গাত্রে পতন ও বিনো-

দিনীর উঠিয়া উপবেশন)

বিনোদিনী । ওঃ ! আবার পীড়ন ! (বিনোদকে দেখিয়া)

আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? প্রাণনাথ ! বিনোদ ! বিনো-

দিনীশ ছদ্ম স্বর্ক স্বধন । কেন নাথ আপনি এখানে
এলেন, এখনি আপনি এস্থান হ'ত পলায়ন করুন,
না হলে সেই দৈত্য আপনাকে দেখতে পেসে আপনাকে
অনিষ্ট কববে ।

বিনোদ । প্রিয় । কেন তুমি বুঝা চিন্তা কবচ, স্বয়ং ধন্য ।
এখানে এলেও তাব নিস্তাব নাই । প্রিয়তমে । গার্ম
যখন ঘোর বিপদে পতিত হইছি, তখন সেই কবচের
অঙ্কিতও ভয়ে নিক্ষেপ করিচি, এখন সে মাথাবিনা
ললিতা আগত প্রায়, আব বিসেব ভয়, আদর্শ । ঐ
দেখ সেই ললিতা এখানে আসচে ।

(রণবেশে ললিতাব প্রবেশ)

প্রিয়ে । সেই দৈত্য তোমার নিশান্দেব তদযেগ
মণি হরণ করে এনেচে । প্রিয়ে । তুমি এখন অসুস্থ ।
এ বিপদ হতে আমায় রক্ষা কবে । (হস্ত ধরিয়া ললিতা)
ললিতা । প্রাণনাথ । স্বামী স্ত্রীলোকেব জগতের শুক, স্বামী
স্বথ ব্যত ইব, স্ত্রীব জীবন দিয়ে পূরণ করা তাঁচ
প্রাণেশ্বর । আপনি দৈত্যেব নিকটে ভীত হইয়া না
গে শুভন, হৃদ্যাব শব্দে এখানে আসচে, আমি
সুস্থেব পাখে লুকায়িত থাকি ।

(উলঙ্গ আস হস্তে রুদ্রমূর্তি বস্ত্র)

দন্তের প্রবেশ)

বজ্রদন্ত । (বিবর্ত হাতের সহিত) আচ্ছ তোমার উদ্রয়
বধকবে মনের সাথে রক্ত পান কবব । পাপাশয়

সিংহের আহাঙ্গারী জ্বলো শৃঙ্গালের লোভ ? আর তোকে
বধ করি। (বিনোদকে ধৃত করণ)

বিনোদ। (অসি নিক্ষেপিত করিয়া) আর দেখি তোর ভুজ

পাশ কত বল ধরে। (অসিঘাত)

রক্তদন্ত। বুঝলেম, সেই মায়াবিনী ললিতার জন্যই তোর এত
দস্ত, আগে সেই পাপিনীর জীবন বধ করি ?

(ধনুকে শর যোষিত করিয়া ললিতার

প্রবেশ)

কি শৃঙ্গালের মুখে সিংহিনীর নিন্দা ! আর, তোর এই
শরে অন্তর ভেদ করি। (শরনিক্ষেপ)

রক্তদন্ত। ওঃ পাপিয়সি ! তুই সামান্য নকুলের প্রেমে বদ্ধ
হয়ে আমায় বধ করতে ইচ্ছা।

(রক্তদন্তের অন্তর্ধান)

ললিতা। প্রাণেশ্বর ! বিনোদিনি ! দিদি এস ভাই এখন
হতে আমরা যাই।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর পট পরিবর্তন ধূম পূর্ণ গৃহ
একটা প্রদীপ অনুজ্জ্বল ভাবে স্থিত)

বিনোদ। প্রিয়ে ! একি ভয়ঙ্কর গৃহ ?

বিনোদিনী। দিদি আমায় পূর্বে এই স্থানে রাখে ?

ললিতা। প্রাণনাথ ! আপনি এই প্রদীপটা পদাঘাতে ভগ্ন
করুন ? (পদাঘাতে নিক্ষেপ করণ)

(শূন্যমার্গে রক্তদন্তের প্রবেশ)

ওঃ কালমাগিনি! আগায় এ পুরী হাতে তুই একে
বারে দূর করলি । (অদৃশ্য হ'ওন)

বিনোদিনী । দিদি ! আজ তোমার জন্যেই আমরা পুনরায়
জীবন পেলেম, আমিত আর তোমায় কখনই ছাড়ব
না । (ললিতার গলদেশ বাহুদ্বারা বেঁধে)

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর পটপরিবর্তন মনুষ্য নৃত্য)

বেষ্টিত দৈত্যের কুসুম কানন)

বিনোদিনী । কই নাথ ! দিদি আমার কোথায় ?
ললিতা । এই যে আমি দিদি ! বিনোদিনী ঐ দেখে হোনার
সখীরা এখানে আসচে ।

বিনোদিনী । দিদি তোমার আবার এ বেশ কেন ?
ললিতা । তুমি যে সে বেশ দেখলে ভয় পাও, তাই আমরা সে
বেশ ত্যাগ করিচি ।

(গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অমোদিনী ও
ললিতার প্রবেশ)

ভৈরবী—খ্যামটা ।

দোলাব মালা সখীর গলে ।

গোঁথেচি মোহন নানা ফুলে ॥

গলে বিনোদিনী,

দিব অমোদিনী

হেরিব অপরূপ সকলে মিলে ॥

अथ—कथम् ।

ଅନ୍ତରା ।

ফুলের বন্ধু, পিঠিয়ে বন্ধু.

গেছেলে কোথায় চলে ।

শ্রেণিক নাগর, গুণের সাগর,

পড়েচে সখীর কণে ।

বিনোদিনী। সখি! আজ আমার দিদি হতেই আমাদের
পত্রম শত্রু দস্তবজ্র জনমের জন্য দূর হয়েছে? আগে
দিদির গলার মালা দাও।

আমো। সখি! আমরা আজ আপনার কাছে কৃত দাসী
ভ্রমের, এখন আমাদের বড় সাধ যে একবার আপ-
নাদের মিলন হেরে নয়ন সার্থক করব।

জলিতা। তার জন্য আর ভাবনা কি ? (মন্তক হঠাৎ এগ
গাছি কেশ ছিল করিয়া ভূমে নিক্ষেপ)

(পরস্পরের হস্ত একত্রিত করিয়া পাত)

କାଳେଝା-ନକଟା ।

নবীন নীরদ কোলে চপলা হাসিল।

ନାନମ ମରମେ ଆଞ୍ଚି ମରୋଜ ଛୁଟିଲ ॥

হেরিয়ে প্রাণমন,

হইলরে বিমোহন,

প্রেমিক প্রেমিকা আজি সুখেতে ভাসিল।

(देह्य निश्शामन धात्रन करिया दिमान

পথ হইতে ললিতার মণীরসে গাত

গাইতে ২ অবতারণ)

* চঞ্চল নয়ন দুটী, রয়েছে কমল ফুটি,

হেরিয়ে আজিকে সখি নয়ন ভুলিল ।

কলে । পতির প্রণয় কোলে, প্রণয়িনী সুখে দোলে,

প্রণয়-কুসুম হেরে মানস মোহিল ॥

ললিতা । সখি তোমাদের ভালবাসা দেখে আমি বড় আ-

হ্লাদিত হলেম এখন প্রাণনাথকে, আমার ছোট বোন

বিনোদিনীকে এই সিংহাসনে বসাও ।

বিনোদ । এস প্রিয়ে ! আগরা তিন জনেই বসি ।

ললিতা । নাথ ! এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে !

(তিন জনে সিংহাসনে উপবেশন)

১ম-সখী । বলি ও নাগর রতন ! আমাদের কি ভাই চিনতে পার ?

২য় সখী । এখন কি আর চিনতে পারবেন, এখন দুটা শির-

মণিকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ।

বিনোদ । নাভাই তোমাদের কি জন্মেও ভুলতে পারব ।

আমো । মরি মরি কি মনোহর শোভাই হয়েছে, এখন ঠাকুর

জামাই চির সুখে থাক ।

১ম-স । এস ভাই আজ আমরা নাগরের করে সখী রতনকে

সঁপে দি ! এমন আনন্দ আর হবে না !

(সকলের নৃত্য ও গীত)

ভৈরবী—দাদারা ।

আমো । কি আনন্দ নিরানন্দ প্রেমানন্দে মাতিল ।

সাগর সৈকতে সুখ তরঙ্গিনী বহিল ॥

সকলে। বিচ্ছেদ বাড়বানল, হইলরে সুশীতল,
মিলন মহেন্দ্রকণ পৃথিবীতে পশিল ॥

অন্তরীক্ষে।

প্রণয়-কুসুম,

হেরিয়ে মোহিল,

যুগল নয়ন,

আজিকে ভুলিল।

সকলে। খুলিল স্বরণ দ্বার, জ্বলিল আলোকাগার,
নন্দন নৌরতে আজি দশ দিশ পুরিল ॥

—:~:—

(পটক্ষেপণ)

